দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 FEB 1992

শিক্ষামন্ত্রীর সহিত শিক্ষক নেতৃবৃন্দের নিষ্ফল আলোচনা

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। শিক্ষামন্ত্রী-সহ মন্ত্রীবর্গ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ডিগ্রী পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ধর্মঘটী (১১শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

গতকালই ধর্মঘটী মূল শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সহিত শিক্ষামন্ত্রীর প্রথম আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণে ডিগ্রী পরীক্ষা অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী ইত্তেফাক প্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন ডিগ্রী পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে। সরকার ব্যবস্থা নিবে। অপরদিকে শিক্ষক নেতা প্রিন্সিপাল শহীদুল্লাহ ও কামরুজ্জামান জানাইয়াছেন, আমাদের কর্মসূচী অব্যাহত থাকিবে। পরীক্ষা বর্জন করা হইবে। এদিকে ডিগ্রী পরীক্ষা লইয়া অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ইত্তেফাক অফিসে উদ্বেগাকুল ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবকদের টেলিফোন আসিতেছিল পরীক্ষা কি হইবে, কিভাবে হইবে? শিক্ষক ধর্মঘটের কি হইয়াছে।

এদিকে গত শুক্রবার পগোজ স্কুল নহে জুবিলী হাইস্কুলে সংগ্রামরত শিক্ষকদের লিয়াজোঁ কমিটির সভায় আন্দোলনের যে কর্মসূচী ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহা অব্যাহত থাকিবে। এই কর্মসূচীর মধ্যে আছে ১০ই ফেব্রুয়ারী বৃহত্তর জেলা সদরে জেলা প্রশাসকদের অফিসের সামনে সমাবেশ, বিক্ষোভ, ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে জমায়েত হইয়া মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের সম্মুখে বিক্ষোভ এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজধানী ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে সমস্ত দেশের ধর্মঘটী শিক্ষকদের সমাবেশ এবং অব্যাহত অবস্থান ধর্মঘট।

গতকাল অনুষ্ঠিত ধর্মঘটী শিক্ষকদের সহিত শিক্ষা মন্ত্রীর প্রথম আনুষ্ঠানিক আলোচনায় শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা এই মুহূর্তে দেওয়ার জন্য বলেন। জানুয়ারী হইতে বাস্তবায়ন করিয়া বকেয়া পরবর্তী বাজেটের ধামামেও দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাহা না হইলে নেতৃবৃন্দের পক্ষে ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ অসম্ভব বলিয়া জানান। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ সরকারে হইতে পে-স্কেলের ব্যাপারে এতদিন নির্লিপ্ততার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, এতদিন আলোচনা করিলে সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। ডিগ্রী পরীক্ষার ব্যাপারে কোন সমস্যা হইত না।

নেতৃবৃন্দ আলোচনার স্বার্থে ডিগ্রী পরীক্ষা এর আগে দুইবার পিছাইয়া দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আলোচনার সুবিধার্থে আরো এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিতে অনুরোধ জানাইলে সরকার পক্ষ 'না' বলেন। পে-স্কেলের দাবীর যৌক্তিকতা মানিয়া নেওয়ার অনুরোধ জানান হইলে সরকার পক্ষ তাহাতেও রাজী হন নাই। সরকার পক্ষ শুধুমাত্র ডিগ্রী পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য শিক্ষকদের সহায়তা কামনা করিয়া আলোচনার জন্য সময় চাওয়া হয়। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, অনেক সময় দেওয়া হইয়াছে, আর নহে। জমিরউদ্দিন সরকার বলেন, টাকা থাকিলে সময় চাহিতাম না। পরীক্ষাটা নিন, আপনাদের হাতে অনেক সময় আছে, পরীক্ষাও আরো সম্মুখে আছে।

দীর্ঘ পৌনে ৩ ঘন্টা যুক্তি-তর্কের পর নিষ্ফল বৈঠকটির সমাপ্তি হয় এভাবে, শিক্ষকদের বক্তব্য দুঃখ আমরা শিক্ষক হইয়া শিক্ষামন্ত্রীর অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না। আর শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য আলোচনা অনেক হইয়াছে, রাত ১০টার সময় আমাদের কথা আমরা বলিয়াছি। আপনারা ভাবিয়া দেখুন। এর আগেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সালাম দিয়া চলিয়া যান।

গতকাল অনুষ্ঠিত বৈঠকে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে শেখ আমানুল্লাহ, প্রিন্সিপাল শহীদুল্লাহ, কামরুজ্জামান, হেনা দাশ, বদরুদ্দীন হাওলাদার, নুরুল্লাহ, ডঃ আখতারুজ্জামান, এ, এন রাশেদা, কাজী ফারুক আহমদ, শহীদুর রহমানসহ কর্মচারী নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। এর আগে মন্ত্রী শিক্ষকদের জন্য আরেকটি গ্রুপের সহিতও কথা বলেন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হইয়াছে। শিক্ষকবৃন্দ ধর্মঘটে থাকিলেও প্রায় সকল কলেজ ইতিমধ্যে প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষার খাতা সংগ্রহ করিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩২টি কেন্দ্রে এইবার ৮৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নিবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে কিনা এই সংবাদ জানার জন্য বেশ কিছু পরীক্ষার্থী গতকাল রাতে ইত্তেফাকে টেলিফোন করে। বিভিন্ন জেলা শহর হইতেও অনেকে টেলিফোন করিয়াছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, মহাসচিব এ, কে, এম শহীদুল্লাহসহ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ "এরশাদকে বহিস্কার না করা পর্যন্ত শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সহিত বৈঠকে বসিতে পারি না।" শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্যের নিন্দা করিয়া বলেন, শিক্ষামন্ত্রী পরিস্থিতিকে যেভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন ইহাতে শিক্ষকদের সম্মুখে ডিগ্রী পরীক্ষা বর্জন ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নাই।

গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ২৭শে ডিসেম্বর '৯০ এইচ, এম এরশাদকে সর্বসম্মতিক্রমে ফেডারেশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা হয়। আর ৭ই ডিসেম্বর '৯১ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শেখ আমানুল্লাহ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রিন্সিপাল একেএম শহীদুল্লাহ, সহ-সভাপতি প্রিন্সিপাল একেএম জহিরুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল মনসুরুর রহমান সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমদ, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আবদুল হকসহ নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষকদের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ডিগ্রী পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচী পালনের জন্য বেসরকারী ও সরকারী কলেজ শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক আসাদুল হক, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মোঃ হারুনর রশীদসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে ফেডারেশন আহূত ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে অনুষ্ঠিতব্য ডিগ্রী পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচী যে কোন মূল্যে সফল করার জন্য স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। বাংলাদেশ কলেজ কর্মচারী ইউনিয়নও অনুরূপ বিবৃতি দিয়াছে।

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ ঢাকা মহানগরী শাখার সভাপতি অধ্যাপক ফজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফজলুল করিম অপর এক বিবৃতিতে অবিলম্বে শিক্ষকদের দাবী মানিয়া নিয়া সুষ্ঠুভাবে ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার আহ্বান জানাইয়াছেন। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (আশরাফ-নজরুল), শিক্ষক সমিতি ঐক্যফ্রন্ট পৃথক পৃথকভাবে যে কোন মূল্যে আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানাইয়াছে।

দাউদকান্দি সংবাদদাতার ফোন: গতকাল উপজেলা বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমাবেশ এবং শেষে উপজেলা সদরে মিছিল হয়। সমাবেশে স্থানীয় পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবিদুর রেজা সভাপতিত্ব করেন।

নিষ্ফল আলোচনা

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া তাহাদের দাবী-দাওয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য এক মাস সময় চাহিয়াছেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ জবাবে বলিয়াছেন, গত বছরের ২০শে আগষ্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়া একমাস কালোব্যাজ ধারণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচীর পর আজ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাই সময় দেওয়া যায় না। আর দাবী মানিয়া না নিলে ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নেওয়াও সম্ভব নহে।

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা হইতে রাত সোয়া ১০টা পর্যন্ত আন্দোলনরত শিক্ষকদের তিনটি সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, বাংলাদেশ শিক্ষক ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সহিত শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী, পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিঞা, আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার আমিনুল ইসলাম, শিক্ষা সচিব শফিউল আলম আলোচনা করেন। পৌনে ৩ ঘন্টার এই আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। শিক্ষকরা তাহাদের জাতীয় পে স্কেলের দাবীর ব্যাপারে অনড় থাকেন। অপরদিকে শিক্ষামন্ত্রীসহ মন্ত্রীবর্গ স্পষ্ট জানাইয়া দেন যে, দাবীর যৌক্তিকতা থাকিতে পারে, কিন্তু সম্পদ নাই। আর মন্ত্রীদের পক্ষে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নহে। সংসদীয় পদ্ধতির এই সরকার সংসদের কাছে জবাবদিহি। এই ব্যাপারে প্রথমে মন্ত্রি পরিষদ কমিটিতে আলোচনা হইতে হইবে। পরে সংসদে সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। তদুপরি এখন অর্থমন্ত্রী দেশে নাই। অর্থমন্ত্রী ফিরিয়া আসিলেও তাহার সহিত আলোচনা করিয়া কিছু একটা বলা যাইত। কিন্তু এখন তাহাও সম্ভব নহে।